মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার ঈদ উপহার বিতরণ

করোনা মহামারীর কারণে সাধারণ অসহায় কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামে জেলা শাখা ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি তানভিরের নিজ উদ্যোগে ৫০০ টি পরিবারের মধ্যে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে।

তানভির জানান, বিগত ৩০ এ এপ্রিল প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তারই পরিপেক্ষিতে আজ আমরা ৫০০ পরিবারের মধ্যে এই ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আশা করি আগামীতেও সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

বিএনপির পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে: কাদের

করোনাভাইরাস সংকটে বিএনপি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন ও জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপির পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে বলেও এসময় মন্তব্য করেন তিনি।

সোমবার সকালে রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। এই সংকটে পরীক্ষিত নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি দেশবাসীকে আস্থা রাখার আহবান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। বলেন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে চলমান দুর্দিন কেটে যাবে এবং সংকটের রাত যত গভীর হবে সম্ভাবনার সুবর্ণ সকাল ততই ঘনিয়ে আসবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ঈদকে সামনে রেখে দলে দলে মানুষ গ্রামের দিকে যাচ্ছে। এছাড়া কেনাকাটার নামে শপিংমলে অতিরিক্ত ভিড় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। এসময় সবাইকে যার যার অবস্থানে থেকে স্বাস্থবিধি মেনে ঈদের ছুটি কাটানোর আহ্বান জানান তিনি।

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা করোনা মহামারীর শুরু থেকেই অসহায় গরিব মানুষের পাশে রয়েছে জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক তাদের ধন্যবাদ জানান। বলেন, আসন্ন ঈদে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে কর্মহীন বেকার

ভাসমান মানুষের পাশে থাকার আহবান জানাই।

করোনা যুদ্ধে ফ্রন্টলাইনে যারা যুদ্ধ করছেন তাদের মনোবল ও হতাশ না হয়ে সাহসের সঙ্গে কাজ করার আহ্বানও জানান সেতুমন্ত্রী।

সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে স্বার্থান্বেষী মহল: ওবায়দুল কাদের

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের বিরুদ্ধে তথ্য লুকোচুরির কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার করে যাচ্ছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

শুক্রবার সকালে ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলটির ত্রাণ উপকমিটি আয়োজিত করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণের আগে তার বাসা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ‘ক্রাসিস ম্যানেজার’ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সততা ও দক্ষতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ’৭৫- পরবর্তী ইতিহাসে নজিরবিহীন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে সবাই করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পর পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে কেউ পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটোই আসছে। কিন্তু এসব মৃত্যু নিয়েও অনেকে মিথ্যাচার করছেন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একটি মহল সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে টুইস্ট করে অপপ্রচার তথা গুজব চালাচ্ছেন।

সেতুমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও ১ কোটি মানুষের মাঝে রেশন কার্ড চালু করা হয়েছে এবং ৫০ লাখ মানুষের মাঝে নগদ সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

ঈদকে সামনে রেখে এসব উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের।

পরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে প্রতিনিধির মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা ও উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান। সূত্র-যুগান্তর

৫০ লাখ পরিবারকে ঈদ উপহার প্রধানমন্ত্রীর

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়া ৫০ লাখ গরিব ও দুস্থ পরিবারকে ঈদ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতি পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা ঈদের আগেই দেয়া হবে।বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্বলিত বোতাম টিপে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন।

বিকাশ, রকেট, নগদ ও সিওর ক্যাশের মত মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে সাড়ে ১২শ’ কোটি টাকার তহবিল

বিতরণ করা হবে। প্রতি পরিবারে ধরা হয়েছে চার জন সদস্য, সেই হিসাবে এই নগদ সহায়তায় উপকার ভোগী হবে দুই কোটি মানুষ। প্রতিদিন ১০ লাখ মানুষ নগদ সহায়তা পাবেন এবং পুরো তহবিল ১৪ থেকে ১৮ মে’র মধ্যে বিতরণ করা হবে।

সারাদেশে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সদস্য, শিক্ষক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এই সহায়তাপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরি করেন।

তালিকাভুক্তদের মধ্যে নগদ, বিকাশ, রকেট, এবং শিউরক্যাশ এর মাধ্যমে সরাসরি চলে যাবে এই টাকা, ফলে বাড়তি কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না তাদের। টাকা পাঠানোর খরচ সরকার বহন করবে। এই টাকা উত্তোলন করতে ভাতাভোগীদের কোনো খরচ দিতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী এই কার্যক্রম উদ্বোধন করে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অসহায়দের সহযোগিতায় আরও বেশি করে এগিয়ে আসুন। তিনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আবারও আহ্বান জানান, নিজ নিজ এলাকার অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে এবং ধান কাটায় অংশ নিয়ে কৃষকদের কষ্ট লাঘব করতে। সব ধরনের পতিত জমিতে যেকোনো ধরনের ফসল ফলানোর উদ্যোগ নিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, কোনো মানুষ যেন না খেয়ে কষ্ট না পায়। সরকার সেই চেষ্টা করছে। আপনারা মনোবল শক্ত করে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবেন। সূত্র-যুগান্তর

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় আসামি হলেন এমএএস ইমন

মেহেরপুরের-২ আসনের সাবেক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে পরের জমি দখল করার সংবাদ প্রকাশ করায় মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রকাশক ও রাজনীতিবিদ এমএএস ইমনের নামে ডিজিটাল আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলায় পত্রিকার সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও যুগ্ম সম্পাদক আল আমীনকেও আসামি করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশ করায় হেনস্থা করা ও গণমাধ্যম কর্মীদের ভীত সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এ মামলা করেছেন। আসুন জেনে নিই কে এই এমএএস ইমন। কি তার রাজনৈতিক পরিচয়।

১৯৯১ সালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগ থেকে একমাত্র প্রথম শ্রেণী পাশ করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৯৩-১৯৯৪ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ভর্তি হন। সেখান থেকে মাষ্টার্স সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত হন ১৯৯২ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হওয়ার পরই। ১৯৯২-১৯৯৩ সেশনের ছাত্রলীগ কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএম হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ কমিটির (সাজ্জাদ-আজিম) সমাজ সেবা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির (লিয়াকত-বাবু) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানের তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিরসহ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

দির্ঘ ২৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তিনি রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী) পরিচালক, মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক, মেহেরপুর জেলা স্থল বন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের কার্যকরি সদস্য, ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা কমিউনিটির সদস্য, মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

করোনা দুর্যোগে অসহায়দের পাশে মিরপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা

বিশ্ব কাঁপানো করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে উপজেলার করোনা মোকাবেলায় অগ্রভাগের সৈনিক উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, শাকিলুর রহমান বিটু।

বুধবার বিকেলে পথচারী ও ছিন্নমুলদের মাঝে ইফতার ও রান্না করা খাবার বিতরণ করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিদিনই তাকে দেখা যায় উপজেলার কোন না কোন এলাকায়। কখনো কারো হাতে স্যানিটায়জার স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা,আবার কখনো কাউকে গ্লাভস মাস্ক স্যানিটাইজার দিয়ে সাহায্য করা।

মিরপুর উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভার মিরপুর উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

করোনা সংক্রমন বিস্তাররোধে প্রতিটি গ্রামের যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে জীবানু নাশক স্প্রে করাচ্ছে এলাকার মসজিদ,মন্দির,বাজার,চলাচলের রাস্তায় এতে করে উপজেলায় সৃষ্টি হচ্ছে সচেতনতা। এছাড়াও বিটু পল্লী চিকিৎসকদের PPE সহ সুরক্ষা সামগ্রীর যোগান দিয়ে গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে।
এখানেই শেষ নয়।

উপজেলার করোনা সচেতনতার পাশাপাশি করোনার কারনে কাজ করতে না পারা দিনমুজুরি খেটে খাওয়া অসাহায় মানুষের জন্যও নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে চাউল ডাউল ও সবজি সহায়তা দিয়ে মানবিক কাজেও অংশ নিচ্ছে বিটু।

হুমকি-ধামকি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ক ইউনিটের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষদের টার্গেট করে বিভিন্ন কায়দায় অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও তার তৈরি স্বঘোষিত গ্যাংয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। আজগরের গ্যাং সদস্য হিসেবে কাজ করছে এলাকার বেশ কিছু বখাটে যুবক। এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারকে টার্গেট করে বিভিন্ন ফাঁদে ফেলে সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া এই গ্রুপের কাজ।

স্থানীয়দের মধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন কিছু ভুক্তভোগী ব্যক্তি জানান, বিভিন্ন কায়দায় ফাঁদে ফেলে আমাদের নামে সালিশ বসিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বাদি বিবাদি কেউই সেই টাকার কোন অংশ পাইনি। পুরোটাই আজগর ও তার গ্রুপের সদস্যরা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।

ভাটপাড়া গ্রামের নরুল ইসলাম এর নাতী ছেলে রাজিবুল ইসলামকে বিদেশ পাঠানোর নামে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় আজগর। সেই টাকা দেওয়ার স্বাক্ষর করা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পটি নুরুল ইসলামের কাছে থেকে জোর করে কেড়ে নেন আলী আজগর। পরে এ নিয়ে গাংনী থানায় একটি মামলাও হয়। সেই টাকা এখনো ফিরে না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

কসবা গ্রামের সেলুন দোকানদার শ্রী লালচাঁদ দাসকে গ্রাম পুলিশের চাকরি দেওয়ার নামে তার কাছে থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। পরে চাকরি না দিতে পারলে টাকা ফেরত চাইলে উল্টো তাকেই মামলার ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখে।

রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এলাকার বেশ কিছু নিরীহ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করারও অভিযোগ উঠেছে আজগারের বিরুদ্ধে। সেই মামলা থেকে রেহাই পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আজগর গ্রুপ।

ভাটপাড়া গ্রামের জাকারিয়া বলেন, আমার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে একটি মিথ্যা নাশকতা মামলায় হয় আজগরের ইশারায়। সেই মামলায় পুলিশ দিয়ে

আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করা হয়। মাঝে মাঝে বেশ কিছু টাকা আমার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে আজগর।

ভাটপাড়ার জামিরুল, সুলতান ও তানছের আলীর সাথে আজগর চাঁদাদাবি করে। সেই চাঁদার টাকা দিতে না পারায় তাদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার মিথ্যা মামলা দেয় আজগর এ অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও ভুক্তভোগী অনেকেই আছেন যারা আজগর গ্রুপের সদস্যদের ভয়ে মুখ খোলে না। এলাকায় আধিপাত্য বিস্তার ও ত্রাসসৃষ্টির জন্য অস্ত্রধারী বাহিনীকে কাজে লাগায় আজগর।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, আজগরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাইনা না। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আর জান থাকবে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসি। ক্ষমতার দাপটে এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা করা মুশকিল।

এ বিষয়ে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমি আজগরের অপকর্মের কথা শুনেছি। আমাদের কাছে এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করিনি। অভিযোগ পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।

গাংনীর মাইলমারী গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের মাইলমারী গ্রামের আলিম নামের এক কৃষকের ৫ বিঘা ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ কর্মিরা।

সোমবার মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুলের নেতৃত্বে এ ধান কাটা কার্যক্রম শূরু হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক মানব উন্নয়ন বিচার সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান জানান মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের এমন কর্ম অবশ্যই

প্রশংসানীয় সেই সাথে আমি আহ্বান জানাবো চাত্রলীগের মত করে যেন সকলেই এমন অসহায় কৃষকের পাশে দাড়ান।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মুন্তাছির জামান মৃদুল জানান, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করতে ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলিগের সাবেক মানব উন্নয়ন বিচার সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান নাহিদের নির্দেশনায় আজকের মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ, উপজেলা ছাত্র লীগ,কলেজ শাখা ছাত্রলীগ,পৌর ছাত্রলীগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের এই ধান কাটা কার্যক্রম শুরু করেছি।নভেল করোনা ভাইরাসের কারনে যে সকল হত দরিদ্র পরিবার তাদের ধান কাটতে পারছেনা তারা জেলাছাত্র লীগ কে জানালে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ধান কেটে দেওয়ার।

গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু জানান, আজ থেকে আমাদের দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু যা চলতেই থাকবে। জেলাছাত্রলীগের নির্দেশনায় উপজেলা ছাত্র লীগ এমন মহৎ কাজে সবসময় প্রস্তুত। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ ডালিম রানা,গাংনী উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জ্বল সহ সকল ছাত্রলীগ কর্মি। হতদরিদ্র কৃষক আলিমের সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান ছাত্রলীগের ভাইদের এমন উপকার পেয়ে তিনি অনেক খুশি। এবং এভাবেই যেন সবাই সবার পাশে দাড়ায় বলে জানান।

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন ২৬ বছর ধরে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকলেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করেন না। এমনকি বাড়ির ছাড়া তো দুরের কথা সংস্কার করতেও দেন না বাড়ির মালিককে।

গাংনী পৌরসভা থেকে কয়েক দফা বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হলেও তিনি বাড়ি ছাড়েননি। বাড়িটি সংস্কারের ব্যবস্থাও নেননি। বাড়ি ছাড়া নিয়ে মালিকের সাথে দফায় দফায় গন্ডগোল, ঝামেলা হলেও তিনি ক্ষমতাবলে বাড়িটি অন্যায় করে দখল করে রেখেছেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় বাড়ির মালিক সাবেক এ এমপি’র নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। নিরবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। খুব দ্রুত বাড়িটি মকবুল হোসেনের কাছে থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে?

বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম অভিযোগ করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন মৌখিক ভাবে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় দ্বিতল বিশিষ্ট তার বাড়িটি ভাড়া নেন। ভাড়া নেওয়ার পর থেকে নিয়মিত ভাড়া দেননা। মনকি মাঝে মধ্যে বাড়িটি সংস্কার করতে চাইলেও তিনি তা করতে দেননি। ক্ষমতাশালী হওয়ায় বাড়িটি ছাড়িয়েও নিতে পারছি না। বাড়িটি দ্রুত সংস্কার করার প্রয়োজন।

সংস্কার না করলে যে কোন দুর্যোগে ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। অনেক বার বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও তিনি কান দেননি। এমনকি তার পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নানা ভাবে হুমকি দিয়ে থাকেন।

মালিক জিনারুল ইসলাম আরো বলেন, বাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য একজন উকিলের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতাবান মানুষের সাথে পারবেন না বলে তিনি মামলা করতে রাজি হননি।

যে কোন অবস্থায় বাড়িটি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনর কাছে থেকে তারা মুক্ত করতে চান। তিনি আশংকা করছেন কোটি টাকার সম্পত্তিটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় কিনা। মাস ছয়েক আগে সাবেক মেয়র আহমেদ আলী ও বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে নিয়েও একটি সালিশ বসে। তখনও তিনি বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু ছাড়েননি।

এ ব্যপারে বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়িটি নিয়ে মিমাংসা হয়েছিল। বাড়িটি ছেড়ে দেবেন বলে সাবেক এমপি সাহেব কথাও দিয়েছেন। কিন্তু কবে ছাড়বেন জানেন না।

স্থানীয় কাউন্সিলর নবির উদ্দিন বলেন, দির্ঘদিন ধরে সাবেক এমপি মকবুল সাহেবের সাথে বাড়ির মালিক জিনারুলের সাথে বাড়ি ছাড়া নিয়ে

গন্ডগোল হয়। তবুও তিনি বাড়ি ছাড়েন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, আগের মেয়র থাকতেই মকবুল সাহেবের বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নোটিশ দিয়েছেন। সেই নোটিশের আলোকে আমরা কয়েক দফা চিঠি পাঠিয়েছি তবুও তিনি সংস্কার করার জন্যও বাড়িটি ছাড়েননি। বাড়িটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন সময় বাড়িটি ভেঙে প্রাণহানী ঘটতে পারে। তবুও তিনি অন্যায় করে বাড়িটি দখলে রেখেছেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন জানান, বহু পুরাতন ঝামেলা এটি। এই বাড়ি নিয়ে বহুবার ঝামেলা হয়েছে। তবুও সাবেক এমপি সাহেব বাড়িটি ছাড়েন না।

এ ব্যাপারে সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেনের সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নামায পড়ছি পড়ে ফোন দেন। কিন্তু পরে ফোন দিলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।